বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ২০২১-২০২২ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ২য় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোহা: নায়েব আলী (যুগ্মসচিব), প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক
তারিখ: ১৫ মার্চ, ২০২২
সময়: ১১.০০ টা
স্থান: প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক মহোদয়ের অফিস কক্ষ।
উপস্থিত সদস্য : পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ফোকাল পয়েন্ট ড. মোঃ আব্দুল হান্নান, উপপ্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক (চ.দা.)-কে আলোচ্য সূচি অনুসারে আলোচনা করার জন্য আহ্বান করেন। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনায় অংশীজনের অংশগ্রহণে ২(দুই)টি সভা আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সে অনুসারে অদ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ২য় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সভাপতির সভার শুরুতে বলেন, ১৯৭৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "সুখী ও সমৃদ্ধিশীল দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না, চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কী না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার উর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে।

২। তিনি আরো বলেন, কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হলে, দুর্নীতি কমাতে হলে, চরিত্র পরিশুদ্ধ করতে হলে নিজেদের চেষ্টা করতে হবে যাতে দেশকে নির্ধারিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারি। শুদ্ধাচার, সুশাসন, নৈতিকতা শুধু রাষ্ট্রীয় বিষয় নয় এগুলো পরিবার থেকেই শুরু হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে আলোকে আইনকানুন, নিয়মনীতি, পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তাদের বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের জীবনের একবারে শুরু থেকে, পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৩। ড. মোঃ আব্দুল হান্নান, উপপ্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক (চ.দা.) বলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে সকল কাজে শুদ্ধাচার অপরিহার্য। তিনি অংশীজনদের উদ্দেশ্যে বলেন, সভায় উপস্থিত অধিকাংশ অংশীজনই বিভিন্ন ধরনের সিলিন্ডার আমদানি ও মজুদ সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহিতা। সিলিন্ডার আমদানির লাইসেন্স ও সিলিন্ডারের আমাদির অনাপত্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের মজুদাগার থাকতে হবে। আবাসিক এলাকায় বাইরে মজুদাগারের লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। সিলিন্ডার আমদানির ক্ষেত্রে সিলিন্ডারের স্পেসিফিকেশন, থার্ড পার্টির পরিদর্শন প্রভৃতি বিষয় কাগজপত্র থাকতে হবে।

৪। সভায় উপস্থিত অংশীজনদের মধ্যে জনাব মোঃ লিয়াকত, চীফ ইঞ্জিনিয়ার, জেএমআই বলেন, জেএমআই বিভিন্ন ধরনের সিলিন্ডার আমদানি করে থাকে। বিশেষ করে এলপিজি সিলিন্ডার, গ্যাসাধার, ভাল্ভ প্রভৃতি বেশি আমদানি করে। তিনি বলেন, এসব ক্ষেত্রে সেফটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলে দুর্ঘটনা লাঘব করা সম্ভব। তিনি আরো বলেন, অধিকাংশ এলপিজি স্টেশনে প্রশিক্ষিত কর্মচারী নেই। এলপিজি স্টেশনে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে রিমোট ভাল্ভ, স্প্রিংকলার সিস্টেম, স্মাক ডিটেকটর, ফ্লেস ডিটেকটর, ওয়াটার রিজার্ভার, পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। এসব ক্ষেত্রে সচেতনতার লক্ষ্যে সেফটি কমিশন প্রয়োজন। সকল প্রতিষ্ঠানের সেফটি কমিটিকে এক প্লাটফরমে নিয়ে আসলে সুবিধা হয়। সভাপতি ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১২.০৩.২০২২

(মোহা: নায়েব আলী)
যুগ্মসচিব
প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক
টেলিফোন: ২২২২২৫২৫৮
e-mail: Dhaka@explosives.gov.bd